তারিখ 23 APR 2015
পৃ: ১৮ কলাম ২

সমকাল

ইংরেজি-গণিতে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা কাটাতে কর্মসূচি

দুই হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ হচ্ছে অতিরিক্ত শিক্ষক

■ বিশেষ প্রতিনিধি

স্কুলশিক্ষার্থীর অনেকের কাছে কঠিন বিষয় ইংরেজি, বিজ্ঞান ও গণিত। পাবলিক পরীক্ষায় এসব বিষয়ে শিক্ষার্থীরা সাধারণত বেশি খারাপ করে। বিশেষ করে গ্রামের স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা অনেক বেশি। এমনকি অনেক শিক্ষার্থীর মনে এসব বিষয় নিয়ে প্রবল ভীতিও কাজ করে। এই তিন বিষয়ের দুর্বলতার পেছনে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকস্বল্পতাই প্রধান কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

এসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা কাটাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্টের (সেকায়েপ) আওতায় এবার 'অতিরিক্ত ক্লাস টিচার (এসিটি)' কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। সংশোধিত এই কর্মসূচির অধীনে চলতি বছর ৪০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আর ২০১৬ সালে ১০০০ ও ২০১৭ সালে আরও ৬০০ স্কুল-মাদ্রাসায় অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে।

২০১৪ সালে নিয়োগ পাওয়া অতিরিক্ত শিক্ষকদের নিয়ে গতকাল বুধবার অনুষ্ঠিত হয়েছে দিনব্যাপী কর্মশালা। রাজধানীর বিয়াম মিলনায়তনে এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির সদস্য ও প্রধান শিক্ষকরাও এই কর্মশালায় যোগদান করেন।

সূত্র জানায়, অতিরিক্ত ক্লাস শিক্ষকদের নিয়মিত ক্লাসের বাইরেও মাসে অন্তত ১৬টি ক্লাস নিতে হবে। স্কুল শুরুর আগে বা ছুটির দিনগুলোতে এই ক্লাস নিতে হবে। মূলত দরিদ্রতা নির্ণায়কের ভিত্তিতে প্রকল্পভুক্ত উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হচ্ছে। এ ছাড়া দুর্গম উপজেলা এবং গত তিন বছরের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় নিম্ন মানের ফল অর্জনকারী প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। অতিরিক্ত শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত মাসিক বেতন পাবেন। আর এই কর্মসূচির মেয়াদ শেষ হলে এনটিআরসির সনদপ্রাপ্তি সাপেক্ষে এসব শিক্ষকের এমপিওভুক্তির সুপারিশ করবে সেকায়েপ।

কর্মশালার উদ্বোধন করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, '২০১৭ সাল পর্যন্ত সংশোধিত কর্মসূচিতে ২০০০ স্কুল ও মাদ্রাসায় অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ের কোনো বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নেই, সেখানেই এই

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৫

দুই হাজার শিক্ষা

[১৮ পৃষ্ঠার পর]

শিক্ষকদের পদায়ন করা হয়েছে। এই শিক্ষকদের জাতীয় বেতন স্কেলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লোভনীয় বেতন-ভাতা দেওয়া হবে।' মন্ত্রী আশা প্রকাশ করে বলেন, এই অতিরিক্ত শিক্ষকরা প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে মডেল হিসেবে গড়ে তুলতে আগ্রহী হবেন, এবং প্রাইভেট, কোচিং বাণিজ্য নির্মূলে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন।

কর্মশালায় যোগদান করা শিক্ষকরা বেশ কয়েকটি সমস্যার কথাও জানালেন। অতিরিক্ত ক্লাসের শিক্ষকরা খুব সকালে স্কুলে আসায় সারাদিন অভুক্ত থাকতে হয়। অনেকেই দুপুরে স্কুল ত্যাগ করেন। বন্ধের দিনও শিক্ষার্থীদের স্কুলে আসতে হয়। এতে ব্যক্তিগত কাজ ও বিশ্রাম দুটিতেই ব্যাঘাত ঘটে। শিক্ষার্থীদের ক্লান্তি সৃষ্টি হয়।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সেকায়েপের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. মাহামুদ-উল-হক, উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন) মো. মোখতার আহমেদ প্রমুখ।